অনুষ্ঠিত হয় নাই। তাহা হইলে কেবল পরিশ্রমই হইবে কিন্তু ফললাভ হইবে না, যেহেতু হরিকথা রুচিটীই সর্ব্বসাধনের প্রথম ফল—এই অভিপ্রায়ে সেই রুচির কথারই উল্লেখ করা হইয়াছে। যদ্যপি মূল শ্লোকে কথারুচির কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে, তথাপি উপলক্ষণে স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন প্রভৃতি ভক্তির সঙ্গে রুচির কথাও উপদেশ করা হইয়াছে।

শ্লোকস্থ "এব" এই শব্দের দ্বারা প্রবৃত্তিলক্ষণ কর্ম্মের ফল স্বর্গাদির ক্ষয়িষ্ণুত্ব দেখান হইয়াছে। অর্থাৎ সকাম কর্ম্মের ফল স্বর্গাদিকালে বিনষ্ট হইয়া যায়—এইটীই বুঝান হইয়াছে। শ্লোকস্থ "হি" এই শব্দটী দ্বারা সকাম কর্ম্মের ফল স্বর্গাদির অনিত্যত্ব বিষয়ের যেমন ইহলৌকিক কৃষিকার্য্যাদি দ্বারা উৎপন্ন শস্যাদির প্রথমক্ষণে উৎপত্তি, দ্বিতীয়ক্ষণে স্থিতি ও তৃতীয়ক্ষণে নাশ হইয়া যায়, তেমনই শাস্ত্রীয় যজ্ঞাদি কর্ম্মফল দ্বারা উৎপন্ন স্বর্গাদিলোকও বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে—এই যুক্তিপূর্ণ শ্রুতির প্রামাণ্য দেখান হইয়াছে। শ্লোকস্থ "কেবল" শব্দের দ্বারা নিবৃত্তিমাত্র লক্ষণ ধর্ম্মের ফলস্বরূপ জ্ঞানের অসাধ্যত্ব দেখান হইয়াছে। নিষ্কাম ধর্ম্ম হইতেও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারা যায় না, কোনও ক্রমে লাভ হইলেও স্থায়ী হয় না। তন্মধ্যেও শ্লোকস্থ সেই "হি" শব্দের দ্বারা এটীও দেখান হইয়াছে যে, যাঁহার পরমেশ্বরে পরাভক্তি আছে, তাঁহারই হৃদয়ে যথাকথিতলক্ষণ বস্তুতত্ত্বের অনুভব প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং ব্যাস প্রতি শ্রীনারদের ভক্তিহীন নিরুপাধি জ্ঞানও অপরোক্ষানুভব প্রকাশ করিতে পারে না। এইরূপ উপদেশের অপর শ্রীব্রহ্মাকৃত শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি প্রসঙ্গে—হে নাথ! তোমার সকলমঙ্গল-প্রসবিনী ভক্তিটীকে অনাদর করিয়া যাহারা কেবল জ্ঞানলাভের জন্য শাস্ত্রাভ্যাস, তপস্যা ও বৈরাগ্য-লাভের ক্লেশ করে, তাহাদের কেবল ক্লেশমাত্রই অবশিষ্ট থাকে। এই উক্তির এবং গর্ভস্তুতি প্রসঙ্গে—"হে ভগবন্! যাহারা তোমার ও তোমার ভক্তগণের চরণে আদর না করিয়া জ্ঞান-সাধনের অনুষ্ঠান করে, তাহারা বহুকষ্টে শাস্ত্রাদি জ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণাদিকূলে জন্মগ্রহণ করিয়াও পুনরায় অধঃ পতিত হইয়া থাকে"—এই উক্তির "হি" এই অব্যয় শব্দের প্রয়োগদ্বারা পূর্ব্বোল্লিখিত বচনসমূহের প্রমাণ সূচিত হইয়াছে। "বাসুদেবে ভগবতি" এবং "ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং"—এই দুইটী শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থে ভক্তি, কর্ম্মজ্ঞান ও যোগাদির অপেক্ষা করে না, জ্ঞান বৈরাগ্য প্রভৃতি কিন্তু ভক্তিযোগের সম্পূর্ণ অপেক্ষা করিয়া থাকে, অতএব যে অন্যনিরপেক্ষা সেই সবলা কিন্তু যে অন্যের অপেক্ষা করে সেই দুর্ব্বলা, বিদ্বজ্জনমাত্রই সবলা ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিবে, ধ্বনিতে ইহাই সূচিত হইয়াছে। এই প্রকারে ধর্ম্মের ভক্তিলাভেই